বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

৪১তম বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৫

প্রকাশক
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ইউজিসি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৬৩১, ৮১৮১৬১৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১৮১৬১৫, ৮১৮১৬১৭
ই-মেইল: chairmanugc@yahoo.com
ওয়েব: www.ugc.gov.bd

ইউজিসি প্রকাশনা নং- ১৭৯
ISBN: 978-984-91567-4-1

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম	প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ মোহাব্বত খান	সদস্য
প্রফেসর ড. আবুল হাশেম	সদস্য
প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন	সদস্য
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা	সদস্য
ড. মোঃ খালেদ	সদস্য
মোঃ সামছুল আলম	সদস্য
ড. নাছিমা রহমান	সদস্য
শামসুল আরেফিন	সদস্য-সচিব

উপ-কমিটি
মোহাম্মদ কবিরুল হাসান ও মোঃ ওমর ফারুক

তথ্য সংগ্রহ, পরিমার্জন-পরিবর্ধন, বিশ্লেষণ ও গবেষণা
বিশ্বনাথ বিশ্বাস, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী খান ও মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ খান

মুদ্রক : মাদার প্রিন্টার্স
আর-২৪, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট (২য় তলা), নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৭১১১৪৭৩৭২, ০১৭১১১৪৭৩৭৫

.....

BARSHIK PROTIBEDON 2014 (Annual Report 2014)
Published by The University Grants Commission of Bangladesh
UGC Bhaban, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
UGC Publication No. 179
ISBN: 978-984-91567-4-1

প্রাক্‌কথন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সারা বছরের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন (বার্ষিক প্রতিবেদন) সরকারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে পেশ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। ১৯৭৩ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ এর ১২ নম্বর ধারায় এ দায়িত্ব কমিশনের ওপর অর্পণ করা হয়। কমিশন এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে; যার ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের মুদ্রিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই প্রতিবেদনে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিশনের ২০১৪ সালের কর্মকাণ্ডের তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে।

দেশের উচ্চশিক্ষার পরিধি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে, গড়ে উঠছে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৪ সালে এসে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৭টিতে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে ভবিষ্যতে আরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। মানসম্মত শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উন্নত জাতি বিনির্মাণে টেকসই শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের দ্যুতিময় অগ্রযাত্রায় শামিল হওয়া দরকার। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধন আজ সময়ের দাবি। অবশ্য এ লক্ষে পৌঁছতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা, গবেষণা কার্যক্রমের বিস্তার ও পরিপোষণে যুগোপযোগী নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে কমিশন আশাবাদ ব্যক্ত করছে।

দেশের উচ্চশিক্ষার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা, যুগোপযোগী নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এই প্রতিবেদন সহায়ক হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। প্রতিবেদনটি সরকার, শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের ঈপ্সিত চাহিদা পূরণ করবে বলেও আমাদের বিশ্বাস।

নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-র কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারায় প্রধান সম্পাদক এবং সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ প্রকাশনা ও তথ্য শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

Abdul Mannan

অধ্যাপক আবদুল মান্নান
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশ (মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ ১৯৭৩) এর ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪' জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হল

প্রফেসর আবদুল মান্নান, চেয়ারম্যান

পূর্ণকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ মোহাব্বত খান
প্রফেসর ড. আবুল হাশেম
প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা
প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম

খণ্ডকালীন সদস্য

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. একেএম নূর উন নবী
উপাচার্য
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ
উপাচার্য
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম
উপাচার্য
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রফেসর/ডিনবৃন্দ

প্রফেসর ড. এস এম ইমামুল হক
ডিন
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর
পুরকৌশল বিভাগ
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ মুহাম্মদ রিযওয়ান আলী
ডিন
ফ্যাকাল্টি অভ্ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যাডিজ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্ প্রফেশনালস্

সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. মোঃ খালেদ
সচিব, ইউজিসি

প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য

উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সার্বিক অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অর্থাৎ ইউজিসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির এই বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষে গুণগত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের বিস্তার ও প্রসারে ইউজিসি কর্তৃক গৃহীত বহুমাত্রিক পদক্ষেপসমূহ সুসংহতকরণের ভূমিকা অপরিসীম। ফলে প্রতিষ্ঠানটি উচ্চশিক্ষার তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনা প্রদানে শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিবেদনে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪ সালের তথ্য ও পরিসংখ্যান এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদনে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের মঞ্জুরী এবং উন্নয়ন ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সে সঙ্গে ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ দেশে উচ্চশিক্ষার হালচিত্র সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করি।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিধি ২০১৪ সালে এসে একদিকে যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বা অর্থায়ন সত্যিকার অর্থেই জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও যথেষ্ট অর্থবহ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হওয়ার ক্রমধারায় উচ্চশিক্ষার বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি হয়েছে। দেশে বিরাজমান শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উপাদান বাংলাদেশে সংযোজিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে অনেক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুসমন্বিত করার লক্ষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা ইতোমধ্যেই সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় দেশের উচ্চশিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছনোর লক্ষে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন *Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP)*-প্রকল্প সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের *Interim Impact Assessment Report* ইতিবাচক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক অতিরিক্ত ১২৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নসহ প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এ প্রকল্পের মধ্যে *Academic Innovation Fund (AIF), Building Institutional Capacity of UGC and Universities, Bangladesh Research and Education Network (BdREN), UGC Digital Library (UDL), Quality Assurance Unit (QAU)*-এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার দেশের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রচেষ্টা সতত অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চাহিদা মোতাবেক সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও পরিসংখ্যান যথাসময়ে না পাওয়ায় এবং প্রাপ্ত তথ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত গরমিল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায়, তা সংশোধন করে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে প্রতিবছরই বিলম্ব ঘটে; যার ফলে বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আলোচ্য বছরের (২০১৪) প্রতিবেদনে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্যচিত্রসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হবে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংযোজিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে সংগৃহীত। ভুল ত্রুটির দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব। সকল তথ্য ২০১৪ সালের। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী।

আমি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান-কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব এবং পৌনঃপুনিক তাগিদ প্রদানের জন্যই মূলত প্রচলিত সময়ের অন্তত দু'মাস পূর্বেই এ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন–২০১৪ সরকার, শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের চাহিদা পূরণ করলে এ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম
প্রধান সম্পাদক, বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ
ও
সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা i-xxxiii
প্রাক্‌কথন	iii
প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য	vii-viii
সারসংক্ষেপ	xvii-xxxiii

প্রথম ভাগ

১.	**বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন**		**১**
	১.১	কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব	**১**
	১.২	কমিশনের গঠন	**১**
২.	**২০১৪ সালে কমিশন**		**২**
	২.১	কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ	২
	২.২	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	৩
৩.	**সভা সম্মেলন**		**৩**
	৩.১	কমিশন সভা	৩
	৩.২	অর্থ কমিটির সভা	৩
	৩.৩	উচ্চশিক্ষাসম্পর্কিত সভা	৪
	৩.৪	পরিদর্শন-পরিভ্রমণ-প্রশিক্ষণ-কর্মশালা	৪
৪.	**কমিশনের গবেষণা কার্যক্রম**		**৭**
	৪.১	গবেষণা, স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ	৭
	৪.১.১	একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ	৭
		ক) কলা ও মানবিক গবেষণা	৯
		খ) সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা	১০
		গ) বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা	১১
	৪.২	ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ	১২
	৪.৩	ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ	১২
	৪.৪	গবেষণা সহায়ক কার্যক্রম	১২
	৪.৫	ইউজিসি মেধাবৃত্তি	১৩
	৪.৬	জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি	১৪
	৪.৭	অন্ধ বৃত্তি	১৪
	৪.৮	ইউজিসি প্রফেসরশিপ	১৪
	৪.৯	রোকেয়া চেয়ার	১৪
	৪.১০	উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১৪
		৪.১০.১ কমনওয়েলথ স্কলারশিপ (ওপেন)	১৪
		৪.১০.২ কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ স্কলারশিপ	১৫
		৪.১০.৩ নিউজিল্যান্ড কমনওয়েলথ স্কলারশিপ	১৫
		৪.১০.৪ ইউজিসি এওয়ার্ড	১৫
		৪.১০.৫ পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ	১৬
	৪.১১	সমতা বিধান	১৬
	৪.১২	ইউজিসি লাইব্রেরি	১৭
	৪.১৩	প্রকাশনা ও তথ্য	১৭

৫. কমিশন ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক কার্যক্রম ১৮
৫.১ কমিশনের পৌনঃপুনিক বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় ১৯
৫.২ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুন্নয়ন ব্যয় ২০
৫.২.১ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট ২০
৫.২.২ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পৌনঃপুনিক বাজেট পর্যালোচনা ২৬
ক) বেতন ও ভাতাদি ২৬
খ) পেনশন ২৭
গ) বিদ্যুৎ খাতে খরচ ২৭
ঘ) পরিবহণ ব্যয় ২৭
ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ ২৭
চ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২৮
ছ) অডিট রিপোর্ট ২৮
৬. ২০১৪ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম ৩২
ক) সমাপ্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ ৩২
খ) সমাপ্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৩২
৬.১ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৩-১৪ ৩২
৬.২ **২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকল্পভিত্তিক বিবরণ:** ৩৬
১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৩৬) ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৩৮) ৩. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৩৯) ৪. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (৩৯) ৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (৪০) ৬. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (৪১) ৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (৪৩) ৮. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৩) ৯. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (৪৪) ১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (৪৫) ১১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৫) ১২. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৬) ১৩. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৭) ১৪. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৭) ১৫. শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৮) ১৬. চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৯) ১৭. রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫০) ১৮. খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫১) ১৯. ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫২) ২০. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৩) ২১. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (৫৪) ২২. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (৫৪) ২৩. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (৫৪) ২৪. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৫) ২৫. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৫) ২৬. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (৫৫) ২৭. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৬) ২৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৬) ২৯. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (৫৬) ৩০. রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫৭) ৩১. বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (৫৭) এবং ৩২. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (৫৭) ।
৬.৩ মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৪-১৫ ৫৮
৬.৪ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকল্পভিত্তিক বিবরণ: ৬২
১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৬২) ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৬৩) ৩. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৪) ৪. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (৬৫) ৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (৬৬) ৬. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (৬৭) ৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (৬৮) ৮. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬৮) ৯. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (৬৯) ১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (৭১) ১১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৭১) ১২. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭১) ১৩. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭২) ১৪. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭৩) ১৫. শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৭৪) ১৬. চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭৪) ১৭. রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭৫) ১৮. খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭৬) ১৯. ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭৮) ২০. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৭৯) ২১. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (৭৯) ২২. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (৭৯) ২৩. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (৮০) ২৪. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৮০)

২৫. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৮১) ২৬. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৮১) ২৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৮১) ২৮. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (৮২) ২৯. রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৮২) ৩০. বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (৮২) এবং ৩১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (৮২)।

৬.৫ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ৮৪

৬.৬ উন্নয়ন মঞ্জুরীর তুলনামূলক বিবরণী ৮৪

৭. ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগ ৮৬

৭.১ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট শাখা ৮৬

৭.২ নেটওয়ার্ক ও আইসিটি শাখা ৮৬

৭.৩ প্রশিক্ষণ শাখা ৮৭

৭.৪ হিমিস (HEMIS) ৮৭

৭.৫ ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি ৮৭

৮. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ৮৮

৯. স্ট্রাটেজিক প্লানিং, কোয়ালিটি এসুরেন্স অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগ ৮৮

দ্বিতীয় ভাগ

৮৯

১০. ২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ৯১

ম্যাপ ৯৩

১০.১ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৯৫) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৯৬) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৯৭) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (৯৮) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (৯৯) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১০০) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১০১) শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০২) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (১০৩) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (১০৪) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১০৫) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (১০৬) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৭) হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৮) মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১০৯) পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১০) শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১১১) চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১২) রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১৩) খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১৪) ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১৫) নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১১৬) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (১১৭) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (১১৮) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (১১৯) চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (১২০) সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১২১) যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১২২) বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অভ্ প্রফেশনালস (১২৩) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর (১২৪) পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১২৫), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১২৬), বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (১২৭), বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (১২৮) ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনির্ভাসিটি (১২৯)

১০.২ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন ১৩০

ক) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার পরিসংখ্যান ১৩০

খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ১৩২

গ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান ১৩২

ঘ) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান ১৩৬

ঙ) ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান ১৩৭

চ) ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ১৩৯

ছ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থী ১৪০

জ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য পরীক্ষার ১৪০

ফলাফল
ঝ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিসংখ্যান ১৪৩
ঞ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১৪৬
ট) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১৪৮
ঠ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক গড় পৌনঃপুনিক ব্যয় ১৪৮
ড) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাসস্থান-সংস্থান ১৫০

১১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ১৫১

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (১৫৪) ইউনিভার্সিটি অভ্ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (১৫৫) ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (১৫৬) ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অভ্ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (১৫৭) আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১৫৮) ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (১৫৯) ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (১৬০) প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম (১৬১) স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (১৬২) সিটি ইউনিভার্সিটি (১৬৩) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (১৬৪) আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৬৫) দি ইউনিভার্সিটি অভ্ এশিয়া প্যাসিফিক (১৬৬) গণ বিশ্ববিদ্যালয় (১৬৭) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি (১৬৮) লিডিং ইউনিভার্সিটি (১৬৯) সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা (১৭০) ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৭১) শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অভ্ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি (১৭২) ইউনিভার্সিটি অভ্ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (১৭৩) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৭৪) গ্রীন ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৭৫) মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি (১৭৬) ইউনিভার্সিটি অভ্ সাউথ এশিয়া (১৭৭) স্টেট ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৭৮) ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (১৭৯) ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৮০) ইউনিভার্সিটি অভ্ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সাইন্স (১৮১) রয়েল ইউনিভার্সিটি অভ্ ঢাকা (১৮২) ইউনিভার্সিটি অভ্ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (১৮৩) উত্তরা ইউনিভার্সিটি (১৮৪) ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৮৫) প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি (১৮৬) প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি (১৮৭) বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৮) আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (১৮৯) ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি (১৯০) মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৯১) সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৯২) দি মিলিনিয়াম ইউনিভার্সিটি (১৯৩) সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনির্ভাসিটি (১৯৪) দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (১৯৫) আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (১৯৬) বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম (১৯৭) নর্দান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (১৯৮) সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (১৯৯) ইবাইস ইউনিভার্সিটি (২০০) অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অভ্ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০১) ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২০২) প্রাইম ইউনিভার্সিটি (২০৩) এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ (২০৪) দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় (২০৫) ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (২০৬) বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় (২০৭) হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (২০৮) বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (২০৯) নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি (২১০) ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা (২১১) ঈশাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (২১২) জেড. এইচ. সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (২১৩) এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (২১৪) নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (২১৫) খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় (২১৬) সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি (২১৭) ফেনী ইউনিভার্সিটি (২১৮) ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি (২১৯) পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২২০) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেল্‌থ সায়েন্সেস (২২১) চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (২২২) নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (২২৩) টাইমস ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২২৪) নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২২৫) ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২২৬) রাজশাহী সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি ইউনিভার্সিটি (২২৭) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ইউনিভার্সিটি (২২৮) কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২২৯) রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় (২৩০), জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২৩১) গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (২৩২) এবং সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (২৩৩)

১১.১	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন	২৩৪
ক)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী	২৩৪
খ)	আসন সংখ্যা ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৩৬
গ)	ডিগ্রি প্রদান	২৩৭
ঘ)	বেসরসকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক	২৩৭
ঙ)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	২৩৮
চ)	কর্মকর্তা-কর্মচারী	২৩৮
ছ)	বার্ষিক আয় ও ব্যয়	২৩৮
জ)	গবেষণাখাতে ব্যয়	২৩৯
ঝ)	লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি ব্যয়	২৪০
ঞ)	বই, জার্নাল ও অডিওভিজুয়াল	২৪০
ট)	শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয়	২৪১
ঠ)	বিনা খরচ, স্কলারশিপপ্রাপ্ত ও ওয়েভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান	২৪১
ড)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস, স্থাপনা ও পরিচালনার পরিসংখ্যান	২৪২
ঢ)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি শিক্ষার্থী	২৪৯
ণ)	২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কমিটির সভার পরিসংখ্যান	২৫০
ত)	২০১৪ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান	২৫২
থ)	২০১৪ সালে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান	২৫২
দ)	শিক্ষাখাতে ব্যয়	২৫৩
ধ)	অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয়	২৫৩
ন)	কম্পিউটার সংখ্যা	২৫৩
ণ)	ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত অনুষদ, বিভাগ, কোর্সসমূহের নাম, ক্রেডিট ও মোট খরচের তথ্যাবলি	২৫৩
১২	**কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ**	২৫৪-২৭৪

তৃতীয় ভাগ

২৭৫-২৭৬

সারণি

সারণি ৪.১	২০১৪ সালের গবেষণা প্রকল্পের পরিসংখ্যান	৭
সারণি ৪.২	২০১৪ সালে কমিশনের একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট গবেষণা ব্যয়	১১
সারণি ৫.১	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী	১৯
সারণি ৫.২	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট সারসংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হলো	২১
সারণি ৫.৩	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী	২২-২৩
সারণি ৫.৪	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুন্নয়ন বাজেট	২৪
সারণি ৫.৫	বিগত দশ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পৌনঃপুনিক বরাদ্দের জন্য কমিশনের সুপারিশ এবং সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ	২৫

সারণি ৫.৬	বিগত দশ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং জাতীয় ও শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের তুলনামূলক তথ্য	২৬
সারণি ৫.৭	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৫ বছরের আয় ব্যয়ের বিবরণী	২৮
সারণি ৬.১	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৩-২০১৪	৩৩
সারণি ৬.২	মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৪-২০১৫	৫৮
সারণি ৬.৩	জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা ও ধর্ম খাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে বরাদ্দের দশ অর্থবছরের তুলনামূলক বিবরণী	৮৪
সারণি ৬.৪	২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয়ন মঞ্জুরীর পরিসংখ্যান	৮৫
সারণি ১০.১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদ, বিভাগ, ইন্সটিটিউট এবং এর অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার পরিসংখ্যান	১৩০
সারণি ১০.২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরিসংখ্যান	১৩২
সারণি ১০.৩	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির হার	১৩৫
সারণি ১০.৪	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর শতকরা হার	১৩৬
সারণি ১০.৫	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা	১৩৮
সারণি ১০.৬	বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক তিন বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যা	১৩৯
সারণি ১০.৭	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক চিত্র	১৪০
সারণি ১০.৮	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪ সনের পরীক্ষার ডিগ্রিভিত্তিক ফলাফল	১৪১
সারণি ১০.৯	বিগত ৫ বছরের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার	১৪২
সারণি ১০.১০	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ ও উচ্চতর যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা	১৪৩
সারণি ১০.১১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পদভিত্তিক তুলনামূলক তিন বছরের শিক্ষক সংখ্যা	১৪৫
সারণি ১০.১২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক তিন বছরের শিক্ষক সংখ্যা	১৪৫
সারণি ১০.১৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহের শিক্ষক-শিক্ষাথী পরিসংখ্যান	১৪৬
সারণি ১০.১৪	৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত তিন বছরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	১৪৭
সারণি ১০.১৫	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অনুপাত	১৪৮
সারণি ১০.১৬	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ৩৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় পৌনঃপুনিক ব্যয়	১৪৯
সারণি ১১.১	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত আট বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যা	২৩৪

চিত্র

চিত্র ৫.১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পৌনঃপুনিক অনুদান	২৫
চিত্র ৫.২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের রাজস্ব বাজেটের তুলনামূলক চিত্র	২৬
চিত্র ৬.১	জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা ও ধর্ম খাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে বরাদ্দের দশ অর্থ বছরের তুলনামূলক রেখা চিত্র	৮৪
চিত্র ১০.১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার তুলনামূলক শিক্ষার্থী সংখ্যা	১৩৪
চিত্র ১০.২	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যার স্তম্ভ চিত্র	১৩৫
চিত্র ১০.৩	অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর হার	১৩৭
চিত্র ১০.৪	৩২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর হার	১৩৭
চিত্র ১০.৫	অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর	১৩৮

হার
চিত্র ১০.৬ ৩২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যার হার ১৩৮
চিত্র ১০.৭ ২০১৪ সনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার ১৩৯
চিত্র ১০.৮ ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের তুলনামূলক চিত্র ১৪৩
চিত্র ১০.৯ বিগত ৩ বছরের পদভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র ১৪৫
চিত্র ১০.১০ বিগত ৩ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র ১৪৫
চিত্র ১১.১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত আট বছরের শিক্ষার্থী স্তম্ভ চিত্র ২৩৪

পরিসংখ্যান

১৩. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিসংখ্যান ২৭৭
১৩.১ ২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক প্রথম বর্ষ/শ্রেণিতে আসন সংখ্যা, আবেদনকারী ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী এবং শূন্য আসন/অতিরিক্ত ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান ২৭৭
১৩.২ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদ, বিভাগ, ইন্সটিটিউট এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা এবং শিক্ষক- শিক্ষার্থী অনুপাত ২৮০
১৩.৩ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান ৩০০
১৩.৪ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান ৩০২
১৩.৫ এক নজরে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান ৩০৪
১৩.৬ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তব্যরত ও অনুপস্থিত শিক্ষক সংখ্যা ৩০৬
১৩.৭ ২০১৪ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান ৩০৮
১৩.৮ ২০১৪ সালে ৩৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান ৩১০
১৩.৯ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিসংখ্যান ৩১২
১৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান
১৪.১ বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইন্সটিটিউট, অনুষদ, বিভাগ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বার্ষিক আয়-ব্যয়, শিক্ষার্থীপ্রতি মাথাপিছু ব্যয় এবং ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত বিবরণ ৩১৪
১৪.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৪ সালের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩১৮
১৪.৩ ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অনুষদভিত্তিক আসন সংখ্যার পরিসংখ্যান ৩২২
১৪.৪ ২০১৪ সালে পদবিভিত্তিক পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষকদের পরিসংখ্যান ৩৩৭
১৪.৫ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচ, স্কলারশিপপ্রাপ্ত ও ওয়েভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান ৩৪১
১৪.৬ আলোচ্যবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কমিটির সভার বিবরণ ৩৪৪
১৪.৭ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান ৩৪৬
১৪.৮ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচ্যবছরে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান ৩৫০
১৪.৯ ২০১৪ সালে পদবিভিত্তিক পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন মহিলা শিক্ষক ও মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান ৩৫৪

পরিশিষ্ট

১৫.১ ২০১৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ৩৫৮
১৫.২ কলা ও মানবিক গবেষণা শাখায় ২০১৪ সালে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ ৩৬৩
১৫.৩ কলা ও মানবিক গবেষণা শাখায় ২০১৪ সালের চলতি গবেষণা প্রকল্পসমূহ ৩৬৪

১৫.৪	সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা শাখায় ২০১৪ সালের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৩৬৮
১৫.৫	সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা শাখায় ২০১৪ সালের চলতি গবেষণা প্রকল্প	৩৭১
১৫.৬	বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা শাখায় ২০১৪ সালে সমাপ্ত গবেষণা প্রকল্প	৩৭৬
১৫.৭	বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখায় ২০১৪ সালের চলতি গবেষণা প্রকল্পসমূহ	৩৮৭
১৫.৮	০১-০১-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত যোগদানকৃত ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোর তালিকা	৪১৫
১৫.৯	০১-০১-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত পিএইচ.ডি. থিসিসের বিবরণ	৪১৮
১৫.১০	০১-০১-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত যোগদানকৃত ইউজিসি এম.ফিল ফেলোর তালিকা	৪২৪
১৫.১১	০১-০১-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত এম.ফিল থিসিসের বিবরণ	৪২৯
১৫.১২	২০১৪ সালে দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ-এর জন্য অনুদানের বিবরণ	৪৩০
১৫.১৩	বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য বিমক অনুন্নয়ন মঞ্জুরী ও প্রকৃত ব্যয়	৪৩১
১৫.১৪	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন মঞ্জুরী-২০১৪	৪৩৩
১৫.১৫	২০১৪ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক পরিচালিত ও ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত অনুষদ, বিভাগ, কোর্সসমূহের নাম, ক্রেডিট ও মোট খরচের তথ্যাবলি	৪৪৮
১৫.১৬	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রাপ্তির তারিখ	৫০৪
১৫.১৭	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রাপ্তির তারিখ	৫০৫

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪

সারসংক্ষেপ

১. ভূমিকা

১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ অনুসারে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদেশের ৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৯৮ সনের সংশোধনী মোতাবেক ১জন চেয়ারম্যান, ৫জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ৯জন খণ্ডকালীন সদস্য যথা: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ৩জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক ও ডিনদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য পর্যায়ক্রমে ৩জন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৩জন (শিক্ষা সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি ও পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য) সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন উল্লিখিত আদেশের ১২নম্বর ধারামতে কমিশন ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সংবলিত পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন সরকারের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো।

২. কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১৪ সালে কমিশনে কর্মরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ১২৮ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৬০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৭৬ জন।

৩. সভা-সম্মেলন

২০১৪ সালে পূর্ণ কমিশনের ১৩৬তম, ১৩৭তম ও ১৩৮তম মোট ৩টি সভা যথাক্রমে ১২/০৬/২০১৪, ৩০/০৬/২০১৪ ও ১১/১২/২০১৪ তারিখে কমিশন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের জন্য ১,৮২৪.৭০ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ২০১৫.৪৬ কোটি টাকার প্রস্তাবিত মূল বাজেট অনুমোদন করা হয়।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের জন্য ১৯৬৫.৯০ লক্ষ টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ২১৬০.৫০ লক্ষ টাকার প্রস্তাবিত মূল বাজেট অনুমোদন করা হয়।

২০১৪ সালে কমিশনের অর্থ কমিটির ১১০তম, ১১১তম ও ১১২তম সভা যথাক্রমে ২৪ এপ্রিল, ২৯ জুন এবং ১০ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া ২০১৪ সালে কমিশনের গবেষণা মূল্যায়ন কমিটিসমূহের সর্বমোট ২টি সভা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্যবছরে সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা গবেষণা শাখায় ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে ব্যবসায় শিক্ষা এবং ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা সংক্রান্ত দুইটি মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়,। ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা কমিটির একটি সভা, ডিগ্রি সমতা বিধান কমিটির চারটি সভা, পিএইচ.ডি. ও এম.ফিল ফেলোশিপ মনোনয়ন কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪. পরিদর্শন-পরিভ্রমণ

আলোচ্যবছরে কমিশনের চেয়ারম্যান উচ্চশিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশ-গ্রহণের জন্য ভারত, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করেন।

৫. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কমিশন অফিসে আগমন

২০১৪ সালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিনিধিদল কমিশন অফিসে আগমন করেন এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাথে উচ্চশিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় করেন।

৬. কমিশনের গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ : ২০১৪ সালে একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ এর অধীনে মোট ৫৬৩টি গবেষণা প্রকল্প ছিল। তার মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্প ১২১টি, চলতি প্রকল্প ৩৩২টি, প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প ৫২টি এবং বাতিল প্রকল্প ৫৮টি। ২০১৪ সালে কলা ও মানবিক শাখায় বিশেষজ্ঞ সম্মানী বাবদ ৫০,০০০/- টাকাসহ মোট ১৩,৮৮,৪৯২/-(তের লক্ষ আটাশি হাজার চারশত বিরানব্বই মাত্র) টাকা ছাড় করা হয়। এর মধ্যে প্রথম কিস্তি বাবদ ১১,৬৬,৫০০/- (এগার লক্ষ ছিষট্টি হাজার পাঁচশত মাত্র) টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি বাবদ ১,৭১,৯৯২/- (এক লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত বিরানববই) টাকা।

২০১৪ সালে সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা গবেষণা শাখায় মোট ২৪টি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট (বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য সম্মানীসহ) মোট ১৩,৭৫,১২৬/-(তের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এক শত ছাব্বিশ) টাকা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকদের অনুকূলে ছাড় করার জন্য অর্থ ও হিসাব বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম কিস্তির অর্থ বাবদ ৯,৩৪,৪০০/-, ২য় কিস্তির অর্থ বাবদ ২,০৩,২৭৬/-টাকা, ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ বাবদ ১,৬২,৪৫০/- টাকা, কমিশনের অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্প কোন জার্নালে প্রকাশিত হওয়ায় প্রকল্প পরিচালকের সম্মানী বাবদ প্রদান করা হয়েছে ১,০০০/-টাকা এবং বিশেষজ্ঞের সম্মানী বাবদ ৭৪,০০০/-টাকা।

২০১৪ সালে বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখার ৭টি উপ-শাখায় ১৯৭টি প্রকল্পের অধীনে মোট ১,৩১,৮৬,০৬৩.০০ (এক কোটি একত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার তেষট্টি) টাকা ছাড় করা হয় এবং নতুন ও পুরাতন প্রকল্পসমূহ মূল্যায়নের জন্য ২০৮জন বিশেষজ্ঞের সম্মানী বাবদ ৪,১৬,০০০.০০ (চার লক্ষ ষোল হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। সর্বমোট (১,৩১,৮৬,০৬৩.০০+৪,১৬,০০০.০০)=১,৩৬,০২,০৬৩.০০ (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ দুই হাজার তেষট্টি) টাকা কমিশনের গবেষণা সহায়ক তহবিল থেকে ছাড় করা জন্য অর্থ ও হিসাব বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ : দেশের সমস্যাবলি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করার লক্ষে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ শিক্ষকদের কমিশন কর্তৃক এই ফেলোশিপ দেয়া হয়। ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর থেকে কমিশন কর্তৃক প্রথমে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৯০ সনে এই ফেলোশিপের নাম পরিবর্তন করে ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ নামকরণ করা হয়। প্রথম অবস্থায় এ ফেলোশিপের সংখ্যা ১৮টি ছিল। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬০টিতে উন্নীত করা হয়। ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১০৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিএইচ.ডি. ফেলোশিপের সংখ্যা ৬০ থেকে ১০০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৪ সালের (১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কলেজের ২৩জন শিক্ষক ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোশিপে যোগদান করেছেন। তন্মধ্যে ৩জন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ২০জন সরকারি কলেজ এর শিক্ষক। পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ সম্পন্ন না করায় ২০০৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০৩জন (খেলাপী) ফেলোর ফেলোশিপ বাতিল করা হয় এবং আদায়কৃত ৫৫,৩২,৭২২/- (পঁঞ্চান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার সাতশত বাইশ) টাকা কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগে জমা দেওয়া হয়।

ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোশিপে সমাপ্ত অভিসন্দর্ভ : কমিশনের ইউজিসি পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ২০১৪ সনের (১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) ৪৩জন গবেষক তাঁদের সমাপ্ত গবেষণা থিসিস কমিশনে জমা দিয়েছেন।

ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ : ১৯৯৭ সাল থেকে ২ বছর মেয়াদী ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। প্রথমে এ প্রোগ্রামে ২০টি ফেলোশিপ প্রদান করা হতো। বর্তমানে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কলেজসমূহের শিক্ষকবৃন্দ এই ফেলোশিপ পাওয়ার যোগ্য। ইউজিসি এম.ফিল ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ২০১৪ (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) যোগদান করেন ৪০জন। তন্মধ্যে ৪জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ৩৬জন সরকারি কলেজের শিক্ষক বিস্তারিত বিবরণ পরিশেষ্ট ১৩.১০ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। উক্ত বর্ষে এম.ফিল থিসিসের কপি জমা দিয়েছেন ০৫জন কলেজ শিক্ষক।

গবেষণা সহায়ক কার্যক্রম : দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের গবেষণা কার্যক্রমে অনুদান প্রদানের লক্ষে কমিশন কর্তৃক ১৯৮২ সালে 'গবেষণা সহায়ক তহবিল' গঠন করা হয়। প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ ও বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শক্রমে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী এ গবেষণা সহায়ক তহবিল পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৪ সালে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালা অনুষ্ঠানের জন্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান এবং গবেষণা কাজে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও অভিসন্দর্ভ তৈরি ইত্যাদির জন্য গবেষণা সহায়ক তহবিল থেকে মোট ১১৪টি আবেদন জমা হয়। তন্মধ্যে ৩৩টি আবেদনের বিপরীতে ৪,০৪,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। উপরোক্ত অনুমোদনের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য ৮টি প্রতিষ্ঠানকে ২,৪৫,০০০/- (দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে

ইউজিসি মেধাবৃত্তি : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে মেধাবিকাশে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে ইউজিসি মেধাবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে এই বৃত্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮টি। ১৯৮৪ সালে এই বৃত্তির সংখ্যা ৩৪টিতে বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯২ সালে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে সর্বমোট ৪৩টিতে উন্নীত করা হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৯৯ সালে ৯০তম সভায় ৪৯টি করা হয়। বর্তমানে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদে সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্তদের এই বৃত্তি দেয়া হয়। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতি অনুষদ থেকে একজনকে এই মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী বিনা বেতনে লেখা-পড়ার সুযোগসহ মাসিক ৭৫০.০০ টাকা হিসাবে এক বছরের মেধাবৃত্তি ছাড়াও বই পুস্তক কেনার জন্য এককালীন ১,৫০০.০০ টাকা করে সর্বমোট ১০,৫০০.০০ টাকা পেয়ে থাকে। ২০১২ সালে মেধাবৃত্তির নীতিমালা সংশোধনের কারণে বৃত্তি প্রদান করা হয় নাই। আলোচ্যবছরে (২০১৪ সাল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-০৮জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-০৪জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-০৫জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-০৫জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-০১জন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-০৪জন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-০১জনকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত ও মেধা বিকাশে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মোট ৩৫জনকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এ বৃত্তির শর্তাবলী ইউজিসি'র মেধা বৃত্তির অনুরূপ। ফ্যাকাল্টিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জনতা ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে দেশের জ্যেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬জনকে এ বৃত্তি দেয়া হয়।

অন্ধ বৃত্তি : অন্ধ অথচ মেধাবী এই ধরনের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে একটি 'অন্ধ বৃত্তি' প্রদান করা হয়। এই বৃত্তির হার ইউজিসি মেধাবৃত্তির সমান। আলোচ্যবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্র জনাব মাহবুবুর রহমান রনীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ইউজিসি প্রফেসরশিপ : দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদদের গবেষণা ও প্রকাশনা কাজ অব্যাহত রাখার সুবিধা প্রদানের জন্য ইউজিসি নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত ইউজিসি প্রফেসর মনোনয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রকাশনা এবং বৃৎপত্তির স্বীকৃতি স্বরূপ গত ২০/০৫/১২ তারিখ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনয়ন আহ্বান করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত মনোনয়ন না আসায় দ্বিতীয় বার ১০/০৯/১২ তারিখ পুনরায় মনোনয়ন আহ্বান করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০২টি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০২টি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০২টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০২টি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০২টি করে মনোনয়ন পাওয়া যায়। মনোনয়ন কমিটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০৫জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ২ বছরের জন্য ইউজিসি প্রফেসরশিপের জন্য মনোনয়ন দেন। মনোনীত প্রফেসরগণ বিভিন্ন সময় ইউজিসি প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এম মোজাম্মেল হককে ২৭/০১/২০১৩ তারিখ থেকে ২৬/০১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এ বি এম মাহমুদকে ৩০/০১/২০১৩ তারিখ থেকে ২৯/০১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর শাহানারা হোসেনকে ০২/০২/২০১৩ তারিখ থেকে ০১/০২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলামকে ৩১/০১/২০১৩ তারিখ থেকে ৩০/০১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদকে ২৭/০১/২০১৩ তারিখ থেকে ২৬/০১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দুই বছরে জন্য ইউজিসি প্রফেরসরশিপ হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য ১২২তম পূর্ণকমিশন সভায় অনুমোদিত নতুন নীতিমালার আলোকে ইউজিসি প্রফেসর এর পদ ০৪ থেকে ০৫-এ উন্নীত করা হয়েছে। ইউজিসি প্রফেসরগণ নিয়মিতভাবে তাঁদের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

রোকেয়া চেয়ার : নারী শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন, নারী নেতৃত্ব ও নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য যে সকল শিক্ষাবিদ ও গবেষক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন তাঁদের কাজের সম্মানার্থে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে বেগম রোকেয়া চেয়ার চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর ১১১তম সভায় রোকেয়া চেয়ার নীতিমালা অনুমোদন লাভ করে। ২০০৭ সাল থেকে রোকেয়া চেয়ার মনোনয়ন দেয়া হয়। বর্তমান বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. জাহেদা আহমদ এই মনোনয়ন লাভ করেন।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কমিশন আলোচ্যবছরে বিভিন্ন বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে; এর আওতায় কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, JSPS, সার্ক স্কলারশিপ, ইউজিসি এওয়ার্ড, পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ ইত্যাদির কার্যক্রম বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ (ওপেন) : কমনওয়েলথ স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মনোনয়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বছরের ন্যায় 'কমনওয়েলথ স্কলারশিপ-২০১৫ প্রদানের লক্ষ্যে ০১-১০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত পাঁচটি পৃথক সাক্ষাৎকার বোর্ড কর্তৃক ৫৭০জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক পিএইচ. ডি ও মাষ্টার্স প্রোগ্রামে প্রার্থী বাছাই করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) প্রফেসর ড. এ.কে. আজাদ চৌধুরী-এর নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ৩০টি বিষয়ে; কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী-এর নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ১৩টি বিষয়ে; কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ মোহাব্বত খান-এর নেতৃত্বে গটিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ১৮টি বিষয়ে, কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. আবুল হাশেম-এর নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক গঠিত ০৯টি বিষয়ে এবং কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হাসেন-এর নেতৃত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক ০৯টি বিষয়ে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মনোনীত প্রার্থীদের বিভিন্ন বিষয়গুলোতে যুক্তরাজ্যে মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে কমিশন কর্তৃক মনোনয়ন দেয়া হয়।

যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত ষ্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফার্মেসী, হিসাব বিজ্ঞান, যন্ত্র প্রকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, তড়িৎ প্রকৌশল, ফলিত পদার্থ বিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, ফরেষ্ট্রি, মনোবিজ্ঞান, গণিত, পুরকৌশল, কৃষি সম্প্রসারণ, শিক্ষা, নৃ-তত্ত্ব বিদ্যা, প্রাণ রসায়ন, অর্থনীতি, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এনিমেল হাজবেন্ড্রী বিষয়ে মোট ২৪জনকে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ডেনটিষ্ট্রি, মাৎস্য বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, টেক্সটাইল টেকনোলজি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ফলিত পদার্থ বিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, ভূ-তত্ত্ব বিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, লাইব্রেরি ও তথ্য বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, নৃ-তত্ত্ব বিদ্যা, লোক-প্রশাসন, অনুজীব বিজ্ঞান, বায়োকেমিস্ট্রি, ইসলামিক স্টাডিজ, অর্থনীতি, স্থাপত্য, ভেটেরিনারী বিজ্ঞান বিষয়ে ৩১জনকে মাস্টার্স প্রোগ্রামে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। মোট ৫৫জন প্রার্থীর মনোনয়ন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Association of Commonwealth University, London কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ স্কলারশিপ : কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ২০১৫ স্কলারশিপ কার্যক্রমের অধীনে ১০টি স্কলারশিপ প্রদানের জন্য পূর্বে উল্লেখিত কমিটি কর্তৃক বাছাই করে ১০জনকে স্কলারশিপের মনোনয়ন সুপারিশ করে যুক্তরাজ্যের Association of Commonwealth University, London কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। স্কলারশিপের জন্য মনোনীত প্রার্থীগণের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ০২জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১জন, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১জন এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০১জন।

নিউজিল্যান্ড কমনওয়েলথ স্কলারশিপ : নিউজিল্যান্ড কমনওয়েলথ স্কলারশিপ-২০১৪ কার্যক্রমের অধীনে ০২টি স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনয়ন আহবান করা হলে মোট ১৮টি আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত স্কলারশিপ এর জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) প্রফেসর ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী, প্রফেসর ড. এম. মুহিবুর রহমান, প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ মোহাব্বত খান, প্রফেসর ড. আবুল হাশেম এবং প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন এর সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে ২জনকে মনোনয়ন প্রদান করে নিউজিল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়। মনোনীত দুইজন প্রার্থী হলেন- ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সোমা চক্রবর্তী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ সোয়েব-উর-রহমান।

ইউজিসি এওয়ার্ড : বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে মৌলিক গবেষণা ও প্রকাশনায় উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছর অনধিক ০৫টি ইউজিসি এওয়ার্ড দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে নীতিমালা সংশোধনীর মাধ্যমে ২০০৪ সাল থেকে ০৫টি এওয়ার্ডের পরিবর্তে ১২টি এওয়ার্ড প্রবর্তিত হয়। এগুলো হলো- কলা, মানবিক, আইন ও শিক্ষা ০২টি, সামাজিক বিজ্ঞান ০২টি, ভৌত ও জীব বিজ্ঞান ০২টি, কৃষি বিজ্ঞান ০২টি, প্রকৌশল ও কারিগরি বিজ্ঞান ০২টি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ০২টি। ২০০৯ সালে এ বিভাজন নিম্নরূপভাবে পুর্নবিভাজন করা হয়: কলা ও মানবিক, আইন ও শিক্ষা ০২টি, সামাজিক বিজ্ঞান ০১টি, বিজনেস স্টাডিজ ০১টি, লাইফ সাইন্স ০১টি, কেমিকেল, বায়োকেমিকেল ও পরিবেশণ বিজ্ঞান ০১টি, বন ও কৃষি বিজ্ঞান ০১টি, বন ও কৃষিবিজ্ঞান ০১টি, ভৌত ০১টি, গাণিতিক, পরিসংখ্যান ও কম্পিউটারর বিজ্ঞান ০১টি, প্রকৌশল, পরিসংখ ০১৪টি প্রকৌশল ০২টি এবং মেডিকেল শাখায় ০১টি। প্রবন্ধের জন্য প্রত্যেক এওয়ার্ড প্রাপ্তকে নগদ ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা এবং পুস্তকের জন্য ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা, একটি সার্টিফিকেট এবং একটি সম্মানসুচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত মোট ৭৪জনকে ইউজিসি এওয়ার্ড সম্মাননা দেয়া হয়েছিল। ইউজিসি এওয়ার্ড ২০১০ ও ২০১১ প্রদান উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে মোট ১৫১টি আবেদন পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে থেকে প্রবন্ধের জন্য ২০১০ সালে বিভিন্ন শাখায় ১০জনকে এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন শাখায়

১০জনকে এওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং পুস্তকের জন্য ১৭টি (টেক্সট ৮টি এবং রেফারেন্স ৯টি) পাওয়া যায়। তার মধ্যে ২০১০ সালে ১জন এবং ২০১১ সালে ২জনকে এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ইউজিসি এওয়ার্ড ২০১২ ও ২০১৩ প্রদান উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে মোট ১৪৯টি আবেদন পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে থেকে প্রবন্ধের জন্য ২০১২ সালে বিভিন্ন শাখায় ৬ জনকে এবং ২০১৩ সালে বিভিন্ন শাখায় ১০ জনকে এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ : ২০১৪ সালে এ ফেলোশীপের অধীনে মোট ০৪জনকে ফেলোশীপ প্রদান করা হয়। মনোনীত ০৪জন ফেলো তাঁদের গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন।

সমতা বিধান কমিটি : আলোচ্য বছরে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রির সমতা বিধানকল্পে গঠিত কমিটির ০৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ২১/০১/২০১৪ তারিখে ৭২তম সভায় ১৪জনসহ মোট ৯৭টি আবেদনের উপর আলোচনা হয়। এর মধ্যে ২৩টি Review, ০৪টি গ্রহণযোগ্য নয় এবং ৭০টি আবেদন পত্রের সুপারিশ করা হয়। গত ০৯/০৪/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিদেশি ডিগ্রি সমতা বিধানের ৭৩তম সভায় বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক উপ-কমিটি গঠন করে উপ-কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি দরখাস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক সমতা বিধানের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তিতে উপ কমিটির সুপারিশ সমতা বিধান কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে ০৭টি উপ-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি উপ-কমিটি ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট হবে; উপ-কমিটিসমূহ- (ক) কলা ও মানবিক এবং আইন, (খ) সামাজিক বিজ্ঞান, (গ) বিজ্ঞান, (ঘ) বাণিজ্য, (ঙ) কৃষি বিজ্ঞান, (চ) প্রকৌশল এবং (ছ) মেডিক্যাল।

০১/০৭/২০১৪ তারিখে ৭৪তম সভায় ১৯৯টি আবেদনপত্র উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ১১টি আবেদন স্থগিত করা হয়, ফলাফলের উপর ১৪টি আবেদন পত্রের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়। ০২টি আবেদন পুনরায় বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৭২টি আবেদনের উপর সুপারিশ করা হয়।

২৬/১০/২০১৪ তারিখে ৭৫তম সভায় সর্বমোট ৯৪টি আবেদন পত্র উপস্থাপন করা হয়। তার মধ্যে ২২টি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় এবং ৭২টি আবেদনের উপর সুপারিশ করা হয়।

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সমতা বিধান কমিটির সভার পূর্ব সিদ্ধান্তের আলোকে কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নথিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে আরো ২৫৫জনের সমতা বিধানের সুপারিশ করা হয়।

ইউজিসি লাইব্রেরি : ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এই গ্রন্থাগারকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি হিসেব গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন ক্যাটালগ গড়ে তোলারও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় জার্নাল লাইব্রেরি হিসেবেও গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল (১) কমিশনে কেন্দ্রীয়ভাবে রিসার্চ জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে মানসম্পন্ন করা; (২) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিসমূহের মধ্যে রিসোর্স শেয়ারিং করা; (৩) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনার কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি। বর্তমানে ইউজিসি লাইব্রেরি কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইউজিসি রিসার্চ ফেলো, সার্ক ফেলো, গবেষকবৃন্দসহ দেশ/বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করে থাকেন।

গ্রন্থাগারে বর্তমান সংগ্রহ সংখ্যা ১২,৪৯৩কপি। তন্মধ্যে বই ১০,২৯০টি, গবেষণা সন্দর্ভের (এম.ফিল ও পিএইচ.ডি.) সংখ্যা ৫৯৮টি, গবেষণা প্রতিবেদনের সংখ্যা ১,১৪৫টি, জার্নাল ৪৬০টি। আলোচ্যবছর বই ৭১টি, গবেষণা সন্দর্ভ ২৮টি, গবেষণা প্রতিবেদন ১০টি এবং জার্নাল ১০টি সংগৃহীত হয়েছে। বই ও সাময়িকী বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩,১৩,৭৭৫.০০ (তিন লক্ষ তের হাজার সাতশত পঁচাত্তর) টাকা।

প্রকাশনা ও তথ্য : ১৯৭৩ সাল থেকে কমিশনের প্রকাশনা শাখা থেকে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, Returns from the Universities এবং কিছু উচ্চস্তরের গবেষণা ও রেফারেন্স বই প্রকাশ করা হতো। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Business Management Education and Training Project, BMET প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্য অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ে ১১টি বই প্রকাশ করা হয়। অতঃপর ১৯৯৯ সালে "ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা তহবিল" গঠনের মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক, স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশিক্ষাস্তরে পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স ও অনুবাদগ্রন্থসহ মৌলিক বিষয়ে গবেষণাবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। উল্লিখিত তহবিলের আওতায় এ পর্যন্ত ১৪৭টি গ্রন্থ ও প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে-বর্তমানে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা তহবিল কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। নীতিমালানুযায়ী প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রেজিস্ট্রার বরাবর পত্র প্রেরণের পাশাপাশি কমিশনের ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশিতব্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আহবান কবা হয় এবং প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি পুস্তক প্রকাশনা কমিটির সভায় বাছাইয়ের পর বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত পাণ্ডুলিপি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ৮ জুন ২০১৪ তারিখে ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা কমিটির ৩৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় (১) বাংলাদেশ মুসলিম সমাধি স্থাপত্য, (২) Ethnographic Profile of North-Eastern Region Ethnic Groups in Bangladesh, (৩) বাংলাদেশ মুসলিম সমাধি স্থাপত্য প্রকাশের জন্য অনুমোদন লাভ করে এবং সভার সিদ্ধান্তমতে (১) বাংলাদেশের রিকশা অলংকরণ : (বিষয় ও শৈলী বৈচিত্র্য) (২) শিক্ষকদের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করা (উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও কর্মচারীদের গাইডবই) (৩) Electrochemistry of the Pathor Kuchi Leaf (PKL) (৪) Electricity Generation from Pathor Kuchi Leaf (PKL) (৬) Application of Computer in Textile পাণ্ডুলিপি ছয়টি ফেরত দেয়া হয়।

এছাড়াও প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ছয়টি পাণ্ডুলিপি (১) *Knowledge and Competitiveness in Elite Institutions in Bangladesh: Implication for Governance* (২) *বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ* (৩) MICROECONOMICS with simple mathematics (৪) Woman Leadership in afised Governance and Rural Development (৫) Institutionalization of Democracy in Bangladesh: Problems and Issues (৬) Generation from Wave and Tidal Energy বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্যবছরে ইউজিসি পুস্তক প্রকাশনা কমিটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত ৯টি পুস্তক-(১) যুকাক আল মিদাক (মিদাক গলি) (২) International Migration and Its Food Security Outcome (৩) শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা-চতুর্থ সংস্করণ (৪) তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা–দ্বিতীয় সংস্করণ (৫) বাংলাদেশে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চার স্বরূপ ও প্রকৃতি (৬) সাংগঠনিক আচরণ (৭) An Interface-Methodology of Accounting Finance and Economics in the Perspective of Socio-Economics in the Perspective of Socio-Economics Development within SAARC (৮) Introduction to Petroleum Geophysics (৯) বাংলা লোকাখ্যানে জেন্ডার: ঐতিহ্য ও পিতৃতান্ত্রিকতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩ প্রকাশিত রয়েছে।

বর্ণিতবছরে পুস্তক প্রকাশনা খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১১,৪৯,০৬১.০০ টাকা এবং আয় হয়েছে ২৬,৪৪,০৪৬.৫২ টাকা।

৮. কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম

কমিশনের পৌনঃপুনিক বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় : কমিশনের প্রশাসনিক ব্যয়, গবেষণা প্রকল্পের ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১৭১৪.০০লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কমিশনের মোট বাজেট ১৯৬৫.৯০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৬৩৬.২৭ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে

বেতন ভাতাদি খাতে ব্যয় হয়েছে ৮০৮.৮৯ লক্ষ টাকা, পেনশন খাতে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা, আনুষঙ্গিক খাতে ৩১৭.৩৮ লক্ষ টাকা এবং গবেষণা খাতে ২০৮.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২১৬০.৫০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে সরকারি অনুদানের পরিমাণ ১৭৭৯.৮০ লক্ষ টাকা।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১২-২০১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৪-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট : ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য মোট ১৫৪২.৫০ কোটি টাকা সরকারি মঞ্জুরী বরাদ্দ ছিল। সরকারি বরাদ্দ ১৫৪২.৫০ কোটি টাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মেরামত মঞ্জুরী ও গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ মোট ৮.০০ কোটি টাকা, ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি বাবদ ৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থোক বরাদ্দ থেকে অবন্টিত ৫.০০ কোটি টাকা বাদে (১৫৪২.৫০-১৩.৪০)=১৫২৯.১০ কোটি টাকার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব আয় ২৮২.২০ কোটি টাকাসহ মোট (১৫২৯.১০+২৮২.২০)=১৮১১.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। পুরাতন ভবনাদি মেরামত ও সংস্কার বাবদ ৪.০০ কোটি টাকা এবং গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ ৩.৬৮ কোটি টাকা পৃথকভাবে ছাড় করা হয়েছে এবং ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি বাবদ ৩৬.০০ লক্ষ টাকা কমিশন কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমাবর্তন ও অন্যান্য খাতে পৌনঃপুনিক তহবিলে অর্জিত সুদ থেকে বিশেষ অনুদান হিসেবে মোট ৭০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয় এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের মূল বাজেটের সার সংক্ষেপ সারণি ৫.২ এবং বিস্তারিত সারণি ৫.৩ এ দেয়া হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রকৃত ঘাটতি হয়েছে (১৫২৯.১০-১৫৪৩.৩১)= ১৪.২১ কোটি টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের মূল বাজেটে সরকারি মঞ্জুরী বরাদ্দ ছিল মোট ১৭৩১.৪৮ কোটি টাকা। এছাড়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থোক বরাদ্দের অবন্টিত ৫.০০কোটি টাকাসহ মোট অর্থের পরিমান দাড়ায়(১৭৩১.৪৮+৫.০০)=১৭৩৬.৪৮ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি মঞ্জুরীর অর্থ থেকে মেরামত মঞ্জুরী বাবদ ৯.০০ কোটি ও গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা, ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি বাবদ ৪০.০০ লক্ষ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পেনশন খাতে ২৩.০০ কোটি টাকা এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থোক বরাদ্দ থেকে ৩.০০ কোটি টাকা অবন্টিত রেখে (১৭৩৬.৪৮-৪০.৪০)= ১৬৯৬.০৮ কোটি টাকার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব সূত্রের আয় ২৮৩.৯৮ কোটি টাকাসহ মোট (১৬৯৬.০৮+২৮৩.৯৮)=১৯৮০.০৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের পুরাতন ভবনাদি মেরামতের জন্য ৯.০০ কোটি টাকা এবং গবেষণা মঞ্জুরী বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা এবং ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি বাবদ ৪০.০০ লক্ষ টাকা পৃথকভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পেনশন বাবদে ২৩.০০ কোটি টাকা এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থোক অর্থ থেকে ৩.০০ কোটি টাকা অবন্টিত রাখা হয়েছে।

৯. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম-২০১৪

২০১৪ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন, ২০১৪) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে ৩৬টি বিনিয়োগ ও ১৬টি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি এবং শেষ ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৪) ৩৫টি বিনিয়োগ ও ১৬টি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৪ পঞ্জিকা বছরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক এবং ২০১৩ সালের তুলনায় ভাল। বিগত ২০১৩ পঞ্জিকা বছরে মোট ৫২০১৩.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ব্যয় হয় পক্ষান্তরে ২০১৪ পঞ্জিকা বছরে মোট ৬৯২৬৬.৫২লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ব্যয় হয়েছিল-যা ২০১৩ পঞ্জিকা বছর অপেক্ষা ১৭২৫৩.৫২ লক্ষ টাকা বা ৩৩.১৭% বেশি।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৩-২০১৪ : ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৬টি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচিসহ মোট ৫২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। ৫২টি প্রকল্পের অনুকূলে ৭১০০৮.০০ লক্ষ টাকা

(জিওবি ৪৫৪৩৮.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২৫৫৭০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (৭১০০৮.০০ লক্ষ টাকা) ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (৫৪৭৮৮.০০ লক্ষ টাকা) এর তুলনায় ১৬২২০.০০ লক্ষ টাকা বা ২২.৮৪% বেশি।

মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৪-১৫ : ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৬টি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচিসহ মোট ৫১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। ৫১টি প্রকল্পের অনুকূলে ৮০৪০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬০৪০০.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল এডিপি বরাদ্দ (৮০৪০০.০০ লক্ষ টাকা) ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মূল এডিপি বরাদ্দ (৭৪৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা) এর তুলনায় ৫৫৩২.০০ লক্ষ টাকা বা ৭.৩৯% বেশি।

১০. ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগ

বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (HEQEP) আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কৌশলগত ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কমিশনে নতুন তিনটি ইউনিট SPU, ICT ও HEMIS গঠন করা। প্রকল্পে তিনটি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে কমিশনে সতেরটি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। ২৪ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের পূর্ণ সভায় অনুমোদিত নতুন অর্গানোগ্রামে পুরাতন ট্রেনিং অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন বিভাগ বিলুপ্ত করে নতুন বিভাগ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন এন্ড ট্রেনিং (IMCT) বিভাগ চালু করা হয়। নতুন IMCT বিভাগের তিনটি শাখা রয়েছে (১) ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট (২) নেটওয়ার্ক ও আইসিটি এবং (৩) ট্রেনিং। এছাড়া উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Higher Education Management Information System (HEMIS) ও UGC Digital Library (UDL) এর কার্যক্রম আইএমসিটি বিভাগের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

১১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৪ সালের কয়েকটি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের খসড়া প্রস্তুত করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। এরমধ্যে থেকে 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ-এর আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্তে দু'জন উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছে। এছাড়া সরকার রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে উপাচার্য পদে নিয়োগ দিয়েছে। নব নিযুক্ত উপাচার্য যাতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করতে পারেন, সেজন্য ইউজিসি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় জনবল ও নতুন বিষয় খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থেকে ২০১৪ সালে ০৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো, বিধি, প্রবিধি ও সংবিধি প্রণয়ন করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ-এর সাথে চীনের সাংহাই মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, ডালিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এবং মায়ানমার মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির সাথে শিক্ষা বিনিময় চুক্তি (MoU) করার জন্য এ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব ফেরদৌস জামান একটি প্রতিনিধিদলের সাথে চীন এবং মিয়ানমার সফর করেছেন। এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২. স্ট্রাটেজিক প্লানিং, কোয়ালিটি এসুরেন্স অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগ

কমিশনের স্ট্রাটেজিক প্লানিং, কোয়ালিটি এসুরেন্স অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগটি নতুন হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কৌশলপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন, যুগোপযোগী প্রোগাম তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীতকরণ এই বিভাগের র্কমকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম। দেশের বিশ্ববিদ্যালসমূহের সার্বিক বিষয়ে Self Assessment, শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষে Accreditation Council গঠন এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ- আজ সময়ের দাবী। বিভাগটি নতুন বিধায় এর পূর্ণাঙ্গ কর্মকাণ্ড এখনো উল্লেখযোগ্য হারে শুরু করা যায় নি। তবে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের 'কোয়ালিটি এসুরেন্স ইউনিট' এবং 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট'-এর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চলমান Self Assessment কার্যক্রম ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজে এই বিভাগ সম্পৃক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, উন্নত বিশ্বের আলোকিত অগ্রযাত্রায় মর্যাদাপূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য মানসম্মত, যুগোপযোগী এবং টেকসই উচ্চশিক্ষার বিকল্প নেই। কমিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষে Accreditation Council প্রতিষ্ঠার কাজ ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে; এ কাজে প্রশাসন বিভাগের সঙ্গে এসপিকিউএআরই বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ' বর্তমান জনবান্ধব সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান এ বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

১৩. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার পরিসংখ্যান : ২০১৪ সালে চালু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৫ টি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদের সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩ থেকে ১৩ এবং বিভাগের সংখ্যা সর্বনিম্ন ৮ থেকে ৭৭ টি। সাধারণত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ ও বিভাগের সংখ্যা বেশি। এছাড়া শুধু ১৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা আছে। বাকি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা নেই। এ ১৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা মোট ৩,৭৮৫ টি। তারমধ্যে শুধুমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গীভূত ও অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ২,২৫৪ টি এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,২৭৩ টি মাদ্‌রাসা রয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের সংখ্যা মোট ৯৬ টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ টি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০১ টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ টি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৯ টি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ০১ টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪ টি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০১ টি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ০১ টি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ৫৪ টি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ০৪ টি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধীনে ০১ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে ৭০ টি চিকিৎসা কলেজ, ০৬ টি প্রকৌশল ও কারিগরী কলেজ, ০১ টি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ১২ টি সেবা কলেজ, ০৪ টি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ এবং ০৩ টি অন্যান্য কলেজ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে সরকারি/বেসরকারি ১৯ টি চিকিৎসা কলেজ, ০৩টি ডেন্টাল কলেজ, ০১ টি সরকারি টেক্সটাইল কলেজ, ০১ টি রেশম গবেষনা ও প্রশিক্ষন, পুলিশ একাডেমি ০১ টি, চিকিৎসা (নার্সিং) কলেজ ০৫ টি এবং ৪ টি সরকারি/বেসরকারি হেল্‌থ ইনস্টিটিউট সহ ০১ টি অঙ্গীভূত কলেজ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে ০১ টি ফিশারিজ কলেজ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে চিকিৎসা কলেজ ১৮ টি এবং প্রকৌশল কলেজ ০২ টি এবং ০১ টি ডিগ্রি কলেজ। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৯টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে চিকিৎসা কলেজ ০৮ টি ও প্রকৌশল কলেজ ০১ টি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেসরকারি

মহিলা কলেজ ০১ টি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩৪ টি চিকিৎসা কলেজ। হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০১ টি বিজ্ঞান কলেজ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ০১ টি ভেটেরিনারি কলেজ ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ ৫৪ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের মধ্যে সামরিক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কলেজ ৪৪ টি এবং মেডিকেল কলেজ ০৬ টি, প্রকৌশল কলেজ ০২ টি ও মেডিকেল ইন্সটিটিউট ০২ টি। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ০৪টি কারিগরি কলেজ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধীনে ০১ টি মেরিন একাডেমি রয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা : জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ৩৩ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৪০,৭২৭ টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১,৩০৬ জন, মাস্টার্স পর্যায়ে ২৯,৪৯৮ টি আসনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ছিল ২৮,৪৩৫ জন। স্নাতক, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ ৭৪,৩২২ টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৩,৮৩৮ জন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যার অতিরিক্ত ভর্তি করা হয়েছে ১,১৩১ জন। অন্যদিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,৬১৫ টি আসন শূন্য ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ছিল ৬,০৮,৪০৮ টি, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৪০,৬৩৯ জন, আসন শূন্য ছিল ৬৭,৭৬৯ টি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা স্নাতক, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ ৭,৪১,৪৯৩ টি; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,৭৩,৭২৪-আসন শূন্য ছিল ৬৭,৭৬৯ টি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৬০,৪৭৫ টি তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০,১০৭ জন আসন শূন্য ছিল ৩৬৮ টি। এছাড়া আরো ১২ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা তথ্য না পাওয়ায় এখানে আসন ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান : ২০১৪ সালে সবকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এদের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসায় মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৮,৪৯,৮৬৫ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১২,৩৮,৮৯২ জন।

জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকী ৩৩ টি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির নিজস্ব শিক্ষার্থী নেই কিন্তু অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী রয়েছে) বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৩১,৬৯০ জন। ২,৩১,৬৯০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৩,১৯৪ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব কোন শিক্ষার্থী না থাকলেও এর অধীনে ২,২৫৪ টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০,৯৭,১৮২ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৯,৫১,৮৩৫ জন; উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৫৬,২৫৮ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১,০৬,৯৪৯ জন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১,২৭৩ টি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,০১,৭৭৩ জন। জাতীয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬২,৯৬২ জন। জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৩,৫৩,৪৪০ জন-এর সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,০১,৭৭৩ জন যোগ করলে শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,৫৫,২১৩ জন। এ হিসেবে দেখা যায় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহে প্রায় ৭৩.৬ ভাগ শিক্ষার্থী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৯.০ ভাগ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসায় প্রায় ৭.০ ভাগসহ মোট প্রায় ৮৯.৬ ভাগ শিক্ষার্থী এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রায় ৮.২ ভাগ ৩২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ব্যতীত) এবং প্রায় ২.২ ভাগ অন্যান্য ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহে পড়ালেখা করছে।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২৫,৮৫,১৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমষ্টিগতভাবে কলা ও মানবিকে বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮,৬৮,৯৮২ জন,

সামাজিক বিজ্ঞানে ৭,০৬,২৩১ জন, বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরি ২,৯৯,৯৩৬ জন, বাণিজ্যে ৬,০৯,৯৯৯, শিক্ষায় ৩৪,৮৬৮জন, আইনে ৪১,৭৯৬ জন এবং ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ২৩,৩১৮ জন। শতকরা হিসেবে কলা ও মানবিক বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর হার ৩৩.৬২ ভাগ, সামাজিক বিজ্ঞানে ২৭.৩২ ভাগ, বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরিতে ১১.৬০ ভাগ, বাণিজ্যে ২৩.৬০ ভাগ, শিক্ষায় ১.৩৫ ভাগ, আইনে ১.৬১ ভাগ এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ০.৯০ভাগ।

জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ৩২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,৩১,৬৯০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কলা ও মানবিকে ৩৯,৭৫৭, সামাজিক বিজ্ঞানে ৩৫,২৩৮, বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০,৯৩১১, বাণিজ্যে ৩৩,৮২১, শিক্ষায় ৯০০, আইনে ৩,৯৫১ এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ৮,৭১২ জন। কলা ও মানবিকে ১৭.১৬ ভাগ, সামাজিক বিজ্ঞানে ১৫.২১ ভাগ, বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরী বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শতকরা হার ৪৭.১৮ ভাগ, বাণিজ্যে ১৪.৬০ ভাগ, শিক্ষায় ০.৩৯ ভাগ, আইনে ১.৭০ ভাগ এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেটে ৩.৭৬ ভাগ।

ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১২,০১,৬৯৬ জন, স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ৯,৮৭,৪০২ জন; মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,৭৭,১৬১ জন; এম.ফিল/পিএইচ.ডি. ও উচ্চতর ডিগ্রি সমমান ৭,৮০২ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ১১,০৬৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ১,৮৩,৬১৩ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৫৯,৭৪৭ জন। মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৮,৪৭৮ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১০,৮৮৯ জন, এম.ফিল/পিএইচ.ডি. ও উচ্চতর ডিগ্রি সমমান ৭,৬১৮ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ২,২১২ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ১,৯৮১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯,৫২,৭৮৩ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ৪,৬৮,৭৩৭ জন। স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ৮,০২,৪৭৩ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৩,৫১,০১৭ জন। মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,৩৪,৬৯৩ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১,৩১,২৪৪ জন এবং এম.ফিল/পিএইচ.ডি. পর্যায়ে ১৮৪ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৫১ জন ও এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ৭,০৪৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৪৮,৯১৩ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ১,০৫,০১২ জন। স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী ১,৩১৬ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৪৫৭ জন। মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,৯৯০ জন; যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১,০১০ জন এবং ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য পর্যায়ে ২,০৩৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এম.ফিল/পিএইচ.ডি. উচ্চতর ডিগ্রি সমমান পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থী নেই।

ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত : আলোচ্যবছরে ৩৫ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজে/মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ১৬,১০,৯৭৩ জন ছাত্র অর্থাৎ শতকরা ৫৭ভাগ ছাত্র এবং ১২,৩৮,৮৯২ জন ছাত্রী অর্থাৎ শতকরা ৪৩ ভাগ ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। ছাত্রী ও ছাত্রের অনুপাত ১:১.৩। উল্লেখ্য যে, বিগত বছরেও ছাত্র ছিল ৫৭ ভাগ এবং ছাত্রী ছিল ৪৩ ভাগ।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থী : ২০১৪ সালে ৩৫ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩২ জন। ২০১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩২৬ জন এবং ২০১২ সালে ছিল ৫২৫ জন। ২০১৪ সালে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১৩ সালের তুলনায় ১০৬ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চশিক্ষার গুণগতমানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক বলে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীর হার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায় সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সর্বমোট সংখ্যা ৪,১৯,৫৮২ জন। তন্মধ্যে স্নাতক পাস পর্যায়ে ১,৪৮,৫৫৭ জন, স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ১,১৫,৯০০ জন, কারিগরি স্নাতক পর্যায়ে ১২,৫৯২ জন, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১,৩৭,০৫৬ জন, কারিগরি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১,৭০৫ জন, বিভিন্ন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স-এ ২,৪১২ জন এবং এম.এস, এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি. পর্যায়ে ১,৩৬০ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিসংখ্যান : ২০১৪ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষক ব্যতীত ৩২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,৫৮৩ জন শিক্ষিকাসহ সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১২,০৪৭ জন। পদভিত্তিক শিক্ষকগণের মধ্যে অধ্যাপক ৩,৩৯৫ জন, সহযোগী অধ্যাপক ১,৯৯৮ জন, সহকারী অধ্যাপক ৩,৬৬৮ জন, প্রভাষক ২,৮৩০ জন এবং অন্যান্য ১৫৬ জন। ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষকগণের মধ্যে পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী ৪,১৭৮ জন, অন্যান্য উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সংখ্যা ১,০১৩ জন এবং উচ্চতর ডিগ্রি ব্যতিরেকে শিক্ষক সংখ্যা ৬,৮৫৬জন। পিএইচ.ডি. ও অন্যান্য উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকের মোট সংখ্যা ৫,১৯১জন অর্থাৎ মাত্র ৪৩ভাগ শিক্ষক উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২,০৪৭ জন শিক্ষকের মধ্যে কর্তব্যরত শিক্ষক সংখ্যা ৯,৪৬৪, শিক্ষাছুটিতে ১,৬৪৫ জন, পূর্বস্বত্ব/প্রেষণে ১৮৯ জন, বিনাবেতনে ৯৪জন, অননুমোদিতভাবে ছুটিতে ছিল ১৩ জন এবং চুক্তিভিত্তিক অন্যান্য পর্যায়ে ৬৪২জন। অর্থাৎ ২০১৪ সালে ১২,০৪৭ জন শিক্ষকের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ শিক্ষক কর্তব্যে নিয়োজিত এবং ২১ ভাগ শিক্ষক কর্তব্যে অনুপস্থিত ছিলেন। জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২,২৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে কর্তব্যরত ও অনুপস্থিত শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭৯ ও ২১ (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত ব্যতিত)।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত ২,২৫৪ টি কলেজের শিক্ষক সংখ্যা ১,৫৯,৩০০ জন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজে শিক্ষক সংখ্যা ৭,১২০ জন; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩৫ টি কলেজে শিক্ষক সংখ্যা ১,৮১০ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ টি কলেজে শিক্ষক সংখ্যা ১২ জন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ টি কলেজে শিক্ষক সংখ্যা ১,৩৪৪ জন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার অনুকূল হলে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এই হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণে প্রয়াস লক্ষণীয়। ২০১৪ সালে জাতীয়, উন্মুক্ত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ৩২ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষার্থী ২,৩১,৬৯০ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ১২,০৪৭ জন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:১৯।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থী অনুপাত : ২০১৪ সালে জাতীয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত ৩৩ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিল ২৬,৮৮২ জন; তন্মধ্যে ৭,৪৮৪ জন কর্মকর্তা। এ সময়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ২,৩১,৬৯০ জন-আনুপাতিক হার ১:৯।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক গড় পৌনঃপুনিক ব্যয় : বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয়ের ভিত্তিতে ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গড় ব্যয় সব সময়ই বেশি। এদের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় সর্বাধিক ২,৩১,৭৯৫.০০ টাকা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২,২৩,৫৭১.০০ টাকা। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় সর্বাধিক

১,০৬,২৮৩.০০ টাকা। ঢাকা, রাজশাহী, বাংলাদেশ কৃষি, বাংলাদেশ প্রকৌশল, চট্টগ্রাম, ইসলামী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উন্মুক্ত, উন্মুক্ত, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শেরে বাংলা কৃষি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল, রাজশাহী প্রকৌশল, খুলনা প্রকৌশল, ঢাকা প্রকৌশল, জগন্নাথ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি, সিলেট কৃষি, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বেগম রোকেয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু গড় ব্যয় বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু গড় ব্যয় বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

কমিশন কর্তৃক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন রাজস্ব বরাদ্দ দেয়া হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ২,২৫৪ টি কলেজের ২০,৯৭,১৮২ জন শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় তাদের নিজস্ব আয় হতে ব্যয় হয়, যা এ বছর শিক্ষার্থী প্রতি ১,১৫৩.০০ টাকা। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০ টি উপ আঞ্চলিক কেন্দ্র, ১,৪৭৫ টি স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে ০৬ টি স্কুলের অধীনে ২৭ টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯ টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের ২,৪৩,৬৭৮ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৪,৯৯,৯৩৬ জন শিক্ষার্থীর ভিত্তিতে আলোচ্যবছরে শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ৫৮০.০০ টাকা। উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ছিল ২,৫৬,২৫৮ জন।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাসস্থান সংস্থান : ২০১৪ সালে ৩০ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয়, উন্মুক্ত, জগন্নাথ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ২,০৯,৬১৮ জন। যার মধ্যে আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৮০,৩১৪ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আলোচ্যবছরে ২৮ টি (জাতীয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ব্যতীত) বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১,৪৯০ জন শিক্ষকের মধ্যে ২,৭৫৭ জনকে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ শিক্ষক আবাসিক সুবিধা ভোগ করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ ব্যতীত সর্বমোট ২৯,১২৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে ৩,৭৮৭ জনকে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে মোট আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে কর্মকর্তা ১,০৭৬ (১৩%), তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ১,২৬২ (১৭%) ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১,৪৪৯ (১৪%) আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন।

১৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থী : ২০১৪ সালে ৭৫টি (২০১৪ সালে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০ টি হলেও ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ৩,৩০,৭৩০ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৮৭,৫৭৯ জন এবং বিদেশি শিক্ষার্থী ১,৬৪৩ জন। উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালে ৬৮ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ৩,২৮,৭৩৬ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৮৪.৬৪৫ জন এবং বিদেশি শিক্ষার্থী ১,৬১২ জন।

বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান : ২০১৪ সালে দেশের ৭৫ টি (২০১৪ সালে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০ টি হলেও ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়সহ চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী ছিল ১,১৩,২৯৫ জন। এছাড়া ব্যবসায় প্রশাসনে ১,২৮,৮৪৭ জন এবং ফার্মেসীতে ৮,৫৮৩ জন। অপরদিকে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান (অথনীতি সহ), শিক্ষা ও আইন বিষয়ে সম্মিলিতভাবে শিক্ষার্থী ছিল ৭৭,৫২৫ জন এবং সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ২৪৮০জন।

অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর শতকরা হিসাব : ২০১৪ সালে সর্বমোট শিক্ষার্থীর শতকরা হার- ব্যবসায় প্রশাসনে প্রায় ৩৮.৯৬, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষি বিজ্ঞান অনুষদে প্রায় ৩৪.২৫, ফার্মেসীতে ২.৬ এবং কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, শিক্ষা ও আইন বিষয়ে শতকরা প্রায় ২৩.৪৪ ভাগ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল। এছাড়া সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নরত ছিল ০.৭৫ ভাগ।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত : ২০১৪ সালে ৭৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কাঙ্ক্ষিতমানে ছিল না। তবে ৭৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত ছিল প্রায় ১:২৩, যা কিছুটা সন্তোষজনক।

আসন সংখ্যা ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ২০১৪ সালে ৭৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান ১ম বর্ষের সর্বমোট আসন সংখ্যা ছিল ১,৬১,৬৫৮ টি এবং আসন সংখ্যার বিপরীতে সর্বমোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯০,৯৩৬ জন

বার্ষিক আয় ও ব্যয়

আয় : ২০১৪ সালে ৭৬ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট আয় ছিল প্রায় ২,৪০,০১৪.৫৭ লক্ষ টাকা এবং যার গড় প্রায় ৩১৫৮.০৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, ৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-এর তথ্য নেই।

ব্যয় : ২০১৪ সালে উল্লেখিত সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ব্যয় ছিল প্রায় ২,২২,৭৯৯.৮১ লক্ষ টাকা এবং গড় হিসাবে যা ছিল প্রায় ২,৯৩১.৫৮ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, ৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-এর তথ্য নেই।

লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি ব্যয় : ২০১৪ সালে ৮০ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি খাতে সর্বমোট ব্যয় ছিল প্রায় ১৪০৩.৮৪ লক্ষ টাকা, যার গড় প্রায় ১৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং ল্যাবরেটরি খাতে সর্বমোট ব্যয় ছিল প্রায় ৪,০৮৯.৫৬ লক্ষ টাকা, যার গড় প্রায় ৭১.৭৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্যবছরে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি খাতে সর্বমোট ব্যয় করা হয়েছিল প্রায় ৫,৪,৯৩.৪০ লক্ষ টাকা, যার গড় প্রায় ৪৫.৬৩ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, ৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি ব্যয় ও ২৩ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ব্যয়ের কোন তথ্য সরবরাহ করেনি।

বই, জার্নাল ও অডিওভিজুয়াল : ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৮০ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট বই ছিল ১৪,৩৬,৯৫১ টি, জার্নাল ১,১৮,৮৭৭ টি এবং অডিওভিজুয়াল ৩০,৭৬৫ টি। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ২০১৪ সালে সংগৃহীত বই ৭৯,২৯৪ টি। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গড় বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৮,৬৬২ টি।

শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু ব্যয় : ২০১৪ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট মাথাপিছু ব্যয় হয়েছে ৮০,৫৭,২৬৩.০৪ টাকা, যা গড় হিসাবে ১,০৭,৪৩০.১৭ টাকা। ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ মাথাপিছু ব্যয় করা হয়েছে এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (৯,৪৯,৯৫০.৬২ টাকা), দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয়েছে যথাক্রমে রণদা প্রসাদ সাহা ইউনিভার্সিটি (৮,০৬,০৩২.০০ টাকা), কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (৭,৩৬,৫০০.০০ টাকা), চিটাগাং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (৫,১২,৪২১.০০ টাকা) এবং সর্বনিম্ন ব্যয় করা হয়েছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় (৭,১৭৯.২৬ টাকা)।

গবেষণা খাতে ব্যয় : উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে গবেষণার বিকল্প নেই। ২০১৪ সালে ৭৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২২ টি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কার্যক্রমে কোন অর্থ ব্যয় করা হয় নি– যা উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে প্রতিবন্ধক বলে কমিশন মনে করে। অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৯৫৫.৫১ লক্ষ টাকা, যার গড় ব্যয় দাঁড়ায় ১৩১.২৪ লক্ষ টাকা।

ডিগ্রি প্রদান : আলোচ্যবছরে ৭৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬৫,৩৬০ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি লাভ করেছেন; যা গত বছরের তুলনায় ১১,২০০ জন বেশি। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮,৪৬৫ জন ডিগ্রি পেয়েছেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ থেকে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা : বর্ণিতবছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৪,২১৯ জন, যা গত বছরের তুলনায় ১,৬৭৬ জন বেশি। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ৯,৪২৭ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৯৫৯ জন বেশি এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক ৪,৭৯২ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৭৩৭ জন বেশি। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত দাঁড়ায় ১:২৩, যা গত বছরে ছিল ১:২৫। অর্থাৎ সূচক কমেছে, যা সন্তোষজনক।

মহিলা শিক্ষক : বর্ণিতবছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৪,২১৯ জন, যার মধ্যে মহিলা শিক্ষক ছিলেন ৪,০০১ জন; যা গত বারের তুলনায় ৪৪৫ জন বেশি। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ৩,১২৯ জন এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক ৬৬৫ জন।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী শিক্ষক : বর্ণিতবছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২,৭১৯ জন; যা গত বছরের তুলনায় ৪৫৯ জন বেশি। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ১,০৭৭ জন এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক ১,৬৪২ জন।

মহিলা শিক্ষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী : ২০১৪ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২,৭১৯ জন; যার মধ্যে মহিলা শিক্ষক সংখ্যা ২৮৮ জন। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ১৫০ জন এবং খ-শিক্ষক ১৩৮ জন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা : ২০১৪ সালে ৭৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল ১০,১১৯ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৬৩৬ জন বেশি। এর মধ্যে কর্মকর্তা ৩,৯৩৯ জন এবং কর্মচারী ৬,১৮০ জন। উল্লেখ্য যে, মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৫৮ জন এবং ১,১২৪ জন ছিল।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার তারিখ থেকে ৭ (সাত) বছরের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে নিজস্ব নামে অন্যূন ১ (এক) একর পরিমাণ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য অন্যূন ২ (দুই) একর পরিমাণ নিষ্কণ্টক, অখ- ও দায়মুক্ত জমি এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোর মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের বিধান রয়েছে; কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত তথ্য ও প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮০ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ৫-২১ বছরের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে তারা এখনও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। তবে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনার জন্য জমি ক্রয় করছে। এ পর্যন্ত মাত্র ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ০৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি/ফাউন্ডেশনের নামে ক্রয়কৃত জমিতে অবকাঠামো রয়েছে। ১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে অবকাঠামো নির্মাণাধীন আছে। ০১টি আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম জমিতে নির্মিত ক্যাম্পাসে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অদ্যাবধি মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় 'স্থায়ী সনদ' অর্জন করেছে ।

বিনা খরচে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান : ২০১৪ সালে ৭৫ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচ, স্কলারশিপ এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫,৪২২ জন, ১৫,৯২৬ জন এবং ৭১,৪৯৬ জন। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান; তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা রেখে বর্তমান সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা যাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০'-এ মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ সংরক্ষণ করা হয়েছে। আলোচ্যবছরে সর্বমোট ৪,৭৫৬ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচে অধ্যয়নরত ছিল।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহে ২০১৪ সালে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৬,৪৩ জন; যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ১,২৬৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল ইউনিভার্সিটি অভ্ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম-এ। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং ৫ম সর্বাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল যথাক্রমে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (৭৯ জন), ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (৫২ জন), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (৪৬ জন) এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (৩২ জন)।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কমিটির সভার পরিসংখ্যান : আলোচ্যবছরে ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টি, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অর্থকমিটির সর্বমোট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১,০৪৪ টি, গড় সভার সংখ্যা প্রায় ১৩ টি।

উল্লেখ্য যে, ১) টাইমস্ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ২) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ইউনিভার্সিটি ৩) গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং ৪) জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫) সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় —এ ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরে উল্লিখিত কোন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অনুমতি পায়নি। তবে জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মানুযায়ী সভা হয়নি।

২০১৪ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান : আলোচ্যবছরে ৭৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,২১,১৯৪ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৩২,২১৯ জন। এদের মধ্যে স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১,৮১৫ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৪০৫ জন, স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮৯,১২১ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ২৩,২৭৩ জন এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৮,৬৯৭ জন; যার মধ্যে ছাত্রী ৮,২২১ জন।

২০১৪ সালে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান : আলোচ্যবছরে ৭৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিভিত্তিক অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩,৩০,৭৩০ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৮৭,৫৬৬ জন। এদের মধ্যে স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,৬৩৪ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৭৬১ জন, স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৭৮,৩০২ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ৭৩,২৮৪ জন এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৭,০৭৪ জন; তন্মধ্যে ছাত্রী ১৩,১৭০ জন।

শিক্ষাখাতে ব্যয় : আলোচ্য বছরে শিক্ষাখাতে সর্বমোট ব্যয় ৫১,৫৯৭.৩৮ লক্ষ টাকা; গড় ব্যয় প্রায় ৭০৬.৮২ লক্ষ টাকা।

অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয় : আলোচ্য বছরে অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে সর্বমোট ব্যয় ৪৪,২৪৪.০৩ লক্ষ টাকা; গড় ব্যয় প্রায় ৬০৬.০৮ লক্ষ টাকা।

কম্পিউটার সংখ্যা : বর্তমান যুগ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগ। কিন্তু বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধান উপকরন হলো কম্পিউটার। কম্পিউটার ব্যতিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। আলোচ্যবছরে ৮০টি (৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেরিত তথ্য-উপাত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সর্বমোট কম্পিউটার সংখ্যা ২৮,৮৪৯ টি। গড়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সংখ্যা প্রায় ৩৮০ টি।

উল্লিখিত তথ্যসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর সুপারিশসমূহ ২৫৪-২৭৪ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন